জাবিতে সিনেট নির্বাচনে দুই প্যানেলের লড়াই

নোমান বিন হারুন, জাবি
১৬ অক্টোবর ২০২৩, ১২:০০ এএম

আজ ১৬ অক্টোবর জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয়ের (জাবি) সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন। বিশ^বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী এই ফোরামের সদস্যপদ পেতে শেষ মুহূর্তের প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন শিক্ষকরা।

মূলত দুটি প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন শিক্ষকরা। বিশ^বিদ্যালয়ের আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন ‘বঙ্গবন্ধু শিক্ষক পরিষদ’ ইতোমধ্যে ইশতেহার ঘোষণা করেছে। পরিষদের আহ্বায়ক পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক এ এ মামুনের নেতৃত্বে এ প্যানেল থেকে ৩৩ জন অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকের প্রার্থিতা চূড়ান্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে

জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সঙ্গে আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের একাংশ যুক্ত হয়ে ঘোষণা করেছেন 'শিক্ষক ঐক্য পরিষদ'। এই প্যানেলে বিএনপিপন্থিদের পক্ষ থেকে ২৭ জন এবং আওয়ামীপন্থি ছয়জন শিক্ষক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনকে ঘিরে বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি নতুন মাত্রা লাভ করেছে। গত ৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের একাংশ বঙ্গবন্ধু শিক্ষক পরিষদ থেকে বের হয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শের শিক্ষক পরিষদ' নামে নতুন সংগঠনের ঘোষণা দেয়। সেদিনই বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন 'জাতীয়তাবাদী শিক্ষক পরিষদ'-এর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে 'শিক্ষক ঐক্য পরিষদ' নামে ৩৩ জন শিক্ষকের পৃথক প্যানেল ঘোষণা করেন তারা।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামীপন্থি এই শিক্ষকদের 'বিভ্রান্ত সদস্য' আখ্যা ও তারা ঘৃণ্য খেলায় মেতে উঠেছে দাবি করে বিবৃতি দেয় বঙ্গবন্ধু শিক্ষক পরিষদ। তবে নবগঠিত সংগঠনের শিক্ষকদের দাবি, কোনো রাজনৈতিক দল বা আদর্শের সঙ্গে ঐক্য নয়, বরং বিশ^বিদ্যালয়ের স্বার্থে রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে গিয়ে এ প্যানেল গঠন করা হয়েছে।

নতুন দলের আত্মপ্রকাশের সময় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষকরা দাবি করেন, 'বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে উপাচার্য ভীষণভাবে বিতর্কিত হয়েছেন। একই সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থ হাসিলে তিনি সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে পদোন্নতির নির্বাচনী বোর্ডে যোগ্য ও জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের বাদ দিয়ে একাডেমিক ইথিকস ও পেশাদারিত্বের অভাব দেখিয়েছেন। বেশ কিছু গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশ^বিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে অনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষকদের দাবি, বিভিন্ন জাতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যাদের আওয়ামী লীগের পক্ষে অংশ নিতে দেখা যায়নি, তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য উপাচার্যকে ক্রীড়নকে পরিণত করেছেন।

ইতোমধ্যেই সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছেন শিক্ষক ঐক্য ফোরামের নেতৃবৃন্দ। ইশতেহারে তারা প্রশাসনে ভারসাম্য আনা, যাবতীয় অনিয়ম দূরীকরণ, প্রশাসনে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতের ওপর জোর দিয়েছেন। এ সময় লিখিত বক্তব্যে শিক্ষকরা দাবি করেন, উপাচার্য সকল ক্ষেত্রে উদাসীনতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন।

ইশতেহারের মধ্যে রয়েছে- শিক্ষকদের গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'বার্ষিক গবেষণা ফান্ড' গঠন করে প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য নিয়মিত বরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং গবেষণা প্রকল্পগুলোতে বাজেট উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা। অস্থায়ী পদে কর্মরত সহকর্মীদের স্থায়ী পদে পদায়ন করা, শিক্ষকদের পদোন্নতি নীতিমালা যুগোপযোগী ও শর্ত পূরণের দিন থেকেই স্বীয় পদে স্থায়ীকরণ নিশ্চিত করা। উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে অবস্থান করা

শিক্ষকদের ন্যায্য সুবিধা নিশ্চিত করা। তরুণ শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে পূর্বের ন্যায় শিক্ষাবৃত্তি প্রচলন। সব বিভাগে প্রয়োজনীয় শ্রেণিকক্ষ ও কর্মরত নবীন শিক্ষকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান, আসবাবপত্র ও শিক্ষা সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শের শিক্ষক পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যাপক মোতাহার হোসেন বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শকে বিশ^বিদ্যালয়ের প্রত্যেকের কাছে নির্মোহভাবে উপস্থাপন করতে চাই। এই নতুন সংগঠন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। শিক্ষক ঐক্য পরিষদ যাবতীয় অনিয়ম দূরীকরণ, প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন, বিশ^বিদ্যালয়ের সর্বস্তরের অংশীজনদের স্বার্থ-সংরক্ষণসহ শিক্ষা ও গবেষণাবান্ধব একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

তবে বঙ্গবন্ধু শিক্ষক পরিষদের সদস্য সচিব অধ্যাপক বশির আহমেদ বলেন, আমরা আমাদের ইশতেহারে বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছি। শিক্ষকদের গবেষণার প্রণোদনা বৃদ্ধির জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করে ৫০ লাখ টাকার তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাদের প্যানেল শিক্ষকদের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইতোমধ্যে শিক্ষা সহায়তা ভাতা ৩ হাজার থেকে ৫ হাজারে উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় ৭ বছর শিক্ষা-ছুটি সমন্বয় করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ ছাড়া নবীন শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষার জন্য ফেলোশিপ প্রবর্তনের ঘোষণা দিয়েছেন তারা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয় অধ্যাদেশের ১৯ (১) (জে) ধারা অনুসারে সিনেট সদস্য হিসেবে ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি থাকেন। এসব প্রতিনিধির মেয়াদ তিন বছর হলেও পরবর্তী সিনেটর না আসা পর্যন্ত নির্বাচিতদের বৈধতা থাকে। এর আগে ২০১৫ সালের ১১ অক্টোবর সর্বশেষ বিশ^বিদ্যালয়ের সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে দীর্ঘ আট বছর পর সিনেটের ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন হতে যাচ্ছে। ১৬ অক্টোবর সকাল সাড়ে নয়টা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা ক্লাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।